ব্রি হাইব্রিড ধান-১ এর বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি

(চলমান)

ভালো বীজে ভালো ফসল

ফ্যাক্ট শীটঃ ধান বীজ

ব্রি
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

বীজ উৎপাদনের গুরুত্ব

সাধারণত অন্যান্য ধানের ক্ষেত্রে কৃষকরাই তাদের মাঠের ফসল হতে কিছু অংশ বীজ হিসাবে সংরক্ষণ করতে পারেন। হাইব্রিড ধানের জাতের ক্ষেত্রে দু'টি ভিন্ন জাতের সংকরায়ণের ফলে প্রাপ্ত প্রথম প্রজন্মকে বীজ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তাই এ ধানের বীজ উৎপাদন করতে হলে বিশেষ কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এজন্য হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপাদন বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

চিত্র: বীজ উৎপাদন মাঠ

ব্রি হাইব্রিড ধান ১ এর বীজ উৎপাদন পদ্ধতি

দুটি ভিন্ন পিতৃ ও মাতৃ সারির সংকরায়ণের মাধ্যমে হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপাদন করা হয়। নিচে এ বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি বর্ণনা করা হলোঃ

পিতৃ ও মাতৃ সারি ঃ ব্রি হাইব্রিড ধান ১ এর মাতৃ সারি আইআর ৫৮০২৫এ এবং পিতৃ সারি হলো বিআর ৮২৭ আর। মাতৃ সারির জীবনকাল পিতৃ সারি অপেক্ষা ১০ দিন কম হওয়ায় বীজতলায় পিতৃ সারি ১০ দিন আগে বপন করতে হয়।

বীজ বপন ঃ পিতৃ ও মাতৃ ফুল এক সাথে ফোটানোর জন্য পিতৃ সারি তিন কিস্তিতে বপন করতে হয়। প্রথম কিস্তিতে ১/৪ অংশ, এর ৩ দিন পর দ্বিতীয় কিস্তিতে ১/২ অংশ এবং তার ৪ দিন পর ১/৪ অংশ বীজ তৃতীয় কিস্তিতে বপন করতে হয়। দ্বিতীয় কিস্তি বপনের ১০ দিন পর মাতৃ সারির বীজ বপন করা হয়।

চারা রোপণ ঃ উপযুক্তভাবে জমি তৈরি করে প্রথমে পিতৃ সারি (আর সারি) এবং তার ১০ দিন পর মাতৃ সারি (এ সারি) রোপণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে মাঝে ৮ সারি মাতৃ সারি এবং তার দুই পাশে ২ সারি পিতৃ সারির চারা রোপণ করা হয়। চারা রোপণের ক্ষেত্রে পাশাপাশি দুই পিতৃ সারির মাঝে ৩০ সেন্টিমিটার এবং দুই মাতৃ সারির মাঝে ১৫ সেন্টিমিটার এবং পিতৃ ও মাতৃ সারির মাঝে ২০ সেন্টিমিটার দূরত্ব বজায় রাখা হয়। প্রতিটি সারিতে ১৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে চারা রোপণ করা হয়। চারা রোপণের ক্ষেত্রে বোরো মৌসুমে চারার বয়স ৩০ দিন এবং আমন মৌসুমে ২১ দিন হতে হবে। পিতৃ সারির চারা এমনভাবে রোপণ করতে হবে যেন প্রতি সারিতে দ্বিতীয় কিস্তির চারা ১/২ এবং প্রথম ও তৃতীয় কিস্তির চারা ১/৪ ও ১/৪ সংখ্যক থাকে।

মাঠ পর্যায়ে হাইব্রিড বীজ উৎপাদন

আর সারি	এ সারি	আর সারি
O O	X X X X X X X X	O O
O O	X X X X X X X X	O O
O O	X X X X X X X X	O O
O O	X X X X X X X X	O O

সারি অনুপাত= ২ ঃ ৮
O = বি সারি ও আর সারি ; X = এ সারি

সাধারণ ব্যবস্থাপনা

- অনুমোদিত মাত্রার সার ব্যবহার করতে হবে।
- ৭ দিনের মধ্যেই গুছি পূরণ সম্পন্ন করতে হবে। পিতৃ সারির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কিস্তির চারা ব্যবহার করতে হবে।
- ফুল ফোটার আগেই মাঠ থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত গাছ বাছাই করে তুলে ফেলতে হবে।
- মাঠ সর্বদা আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
ড. এ ডব্লিউ জুলফিকার, পরিচালক (প্রসাশন), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১

অধিবেশন ১: মডিউল ১১
ফ্যাক্ট শীট ৪

সহযোগিতায়: আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

বিশেষ ব্যবস্থাপনা

চিত্র: থোর বের হওয়ার পর ডিগপাতা ছাঁটাই

ডিগপাতা ছাঁটাই ঃ প্রাথমিক কুশিতে থোড় বের হলে প্রতিটি গাছের ডিগপাতার ১/৩ অংশ কেটে ফেলতে হবে। এতে পরাগরেণুর সুষম বণ্টন ও বিস্তারে সহায়ক হবে যা অধিক বীজ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

জি এ- ৩ প্রয়োগ ঃ শতকরা ৫-১০ ভাগ এবং ৩০-৪০ ভাগ গাছে ফুল বের হলে জি এ- ৩ স্প্রে করতে হবে।

সম্পূরক পরাগায়ণ ঃ ফুলের পরাগরেণু ঝরার সময় হলে বাঁশ অথবা মোটা রশি টেনে পিতৃ সারির গাছগুলোকে ঝাঁকিয়ে দিতে হবে। এতে মাতৃ সারির পরাগায়ণ সহজতর হয় ও বীজ উৎপাদনের পরিমান বৃদ্ধি পায়।

ফসল কাটা ও মাড়াই ঃ ফসল কাটার ৭-১০ দিন আগে মাঠ থেকে পানি বের করে দিতে হবে। মাতৃ সারির প্রধান ছড়ায় ৮০% দানার রং খড়ের মত হলে ফসল কাটতে হবে। এ ক্ষেত্রে পিতৃ সারির গাছগুলোকে আগে কেটে মাঠ থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে এবং মাতৃ সারির গাছগুলোকে পরে কেটে পিতৃ সারির আগে মাড়াই করতে হবে। অন্যথায় পিতৃ সারির বীজ মিশে সংকর বীজের বিশুদ্ধতা নষ্ট হতে পারে।

ব্রি
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য ঃ
ড. এ ডব্লিউ জুলফিকার, পরিচালক (প্রসাশন), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১

সহযোগিতায়: আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট